রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ১৯, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

বিষয় : **বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয় আদেশ।**

নং ০২৩/২০২১/কাস্টমস—বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এস.আর.ও সুবিধায় রেয়াতিহারে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিপূর্বক খালাস গ্রহণের পর উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল/কর্মক্ষমতা শেষ হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন বাস্তবিক কারণে অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর বা বিক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিক্রয় বা হস্তান্তরের সময় ইতোপূর্বে গৃহীত শুল্ক-কর সংক্রান্ত রেয়াতি সুবিধা বহাল থাকা বা প্রত্যাহার বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান না থাকায় মাঠ পর্যায়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফলে, এক্ষেত্রে ন্যায্যতা বিধানের লক্ষ্যে The Custom Act, 1969 এর Section 219B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজর্স্ব বোর্ড কর্তৃক নিম্নরূপ আদেশ জারি করা হলো :

০২। বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অন্য কোনো বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি :

বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অন্য কোনো বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কাজে ব্যবহারের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে গৃহীত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত বা বহাল থাকবে; অর্থাৎ মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হলে নতুন করে শুল্ক-কর পরিশোধ করতে হবে না। তবে এ ধরনের বিক্রয় বা হস্তান্তরের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

০৩। বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে নন-বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয় পদ্ধতি :

বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অন্য কোনো নন-বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারকালের আনুপাতিক হারে আমদানি পর্যায়ে গৃহীত শুল্ক-কর রেয়াত অব্যাহত বা বহাল থাকবে। এক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-কর হিসাবের পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ :

পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ = আমদানি পর্যায়ে গৃহীত রেয়াতের পরিমাণ ÷ সর্বমোট আয়ুষ্কাল বা উৎপাদন ক্ষমতা × উৎপাদনকাজে প্রকৃত ব্যবহারকাল।

অর্থাৎ অনুমোদনযোগ্য রেয়াত হিসাব করে তা আমদানিকালে গৃহীত রেয়াত হতে বাদ দিয়ে বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমদানি পর্যায়ের পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যাখ্যাঃ-(ক) রেয়াতের পরিমাণঃ

মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের উপর আমদানি পর্যায়ে স্বাভাবিক হারে যে পরিমাণ শুল্ক-কর প্রদেয় হয়ে থাকে এবং এ সকল মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ খালাসকালে উক্ত আমদানিকারক তথা বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদন কাজে ব্যবহারের শর্তে যে পরিমাণ রেয়াতি হারে শুল্ক-কর প্রদান করা হয় তার পার্থক্যই হবে এক্ষেত্রে রেয়াতের পরিমাণ।

(খ) আয়ুষ্কালঃ

মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ক্যাটালগ বা আয়ুষ্কাল সনদে উল্লিখিত আয়ুষ্কাল বা উৎপাদন ক্ষমতা, যা আমদানিকালে শুল্ক স্টেশনে দাখিল করা হয়ে থাকে তা এক্ষেত্রে উক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল বা উৎপাদন কর্মক্ষমতা হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি কোনো মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ক্যাটালগ বা আয়ুষ্কাল সনদ না থাকে বা আমদানিকালে শুল্ক স্টেশনে দাখিল করা না হয়ে থাকে তাহলে বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমদানি নীতি আদেশের বিধান অনুযায়ী কোনো খ্যাতনামা সার্ভে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তা নির্ধারণ করতে হবে।

উদাহরণঃ বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কোনো মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের আয়ুষ্কাল ১৫ (পনের) বছর হলে, খালাসকালে উক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের প্রদেয় স্বাভাবিক শুল্ক-কর ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা হলে, এস.আর.ও সুবিধার আওতায় প্রকৃতপক্ষে পরিশোধকৃত শুল্ক-কর ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা হলে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ৩(তিন) বছর উৎপাদন কাজে ব্যবহার শেষে তা কোনো নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর বা বিক্রয়ের আবেদন করা হলে, এক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপঃ

(ক) আমদানি পর্যায়ে গৃহিত রেয়াতের পরিমাণ = (৩,০০,০০০.০০ - ১,০০,০০০.০০) টাকা = ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ মাত্র) টাকা;

(খ) আয়ুষ্কাল ১৫ (পনের) বছর;

(গ) ৩ (তিন) বছর ব্যবহার শেষে অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল = (১৫-৩) = ১২ (বার) বছর;

(ঘ) বহালযোগ্য রেয়াতের পরিমাণ = ২,০০,০০০ টাকা ÷ ১৫ বছর × ৩ বছর = ৪০,০০০.০০ টাকা;

(ঙ) বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ হবে = (২,০০,০০০.০০–৪০,০০০.০০) টাকা = ১,৬০,০০০.০০ (এক লক্ষ ষাট হাজার মাত্র) টাকা।

০৪। **শুল্ক-কর পরিশোধ পদ্ধতিঃ**

(ক) মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-কর অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

(খ) মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক পরিশোধযোগ্য হবে। মূসক আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আয়কর বিভাগের এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের আমদানি মূল্যের অবচয়িত মূল্য হিসাবযোগ্য হবে এবং এরূপে নির্ধারিত অবচয়িত মূল্য 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' অনুযায়ী ন্যায্য বাজার মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে;

(গ) উপ-দফা (খ) এর ক্ষেত্রে অবচয়িত মূল্য হিসাবের জন্য বছরের ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ৬(ছয়) মাস বা তার বেশি সময়কে ১(এক) বছর গণনা করা হবে এবং ৬(ছয়) মাসের কম সময়কে গণনা করা হবে না;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের পূর্বেই প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি বন্ড লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তরে পরিশোধ করতে হবে; এবং

(ঙ) বিক্রয় বা হস্তান্তরের অনুমোদন পত্রের কপি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন এবং শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০৫। **বিবিধঃ**

(ক) মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমদানিকালে স্থানান্তরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ খালাস গ্রহণ করা হয়েছিল, তা যতদূরসম্ভব হস্তান্তর গ্রহণকারী বা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(খ) ইপিজেড, বেপজা, বেজা এলাকায় অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও এ আদেশ পরিপালিত হবে।

০৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ মশিয়ার রহমান মন্ডল
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), , বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd